(২৩) Why does Kautilya discuss the form Political expedients সাম, দান, ভেদ and দণ্ড in connection with the writing of a message (Śāsanam)?

Answer the question in detail.

অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বলেন যে, সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য শাসনমূলক অর্থাৎ লেখ বা শাসনের উপর নির্ভরশীল, আবার, এ সকল সন্ধিবিগ্রহের অনুষ্ঠান সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড— এ চারটি উপায়ের প্রয়োগ কৌশলের অধীন। সুতরাং শাসন লেখকের পক্ষে উক্ত উপায়চতুষ্টের প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। সেজন্য সম্প্রতি মহামতি কৌটিল্য সামাদি উপায়চতুষ্টয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

Scanned with CamScanner

উপায় চার প্রকার, যথা, সাম, উপপ্রদান, ভেদ ও দণ্ড (উপায়াঃ সামোপপ্রদান ভেদদণ্ডাঃ)। এ গুলির মধ্যে আবার সাম পাঁচ প্রকার। যথা, (১) গুণসংকীর্তন, (২) সম্বন্ধোপাখ্যান, (৩) পরস্পরোপকার সন্দর্শন, (৪) আয়তি প্রদর্শন, ও (৫) আত্মোপনিধান। এদের মধ্যে গুণসংকীর্তনের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যে সামপ্রয়োগে শত্রুরাজা বা অপর কারো কুল, শরীর, কর্ম স্বভাব, শাস্ত্রসংস্কার, ও হস্ত্যশ্বাদি দ্রব্যাদির গুণের স্বরূপাখ্যান করে প্রশংসা বা স্তুতি করা হয় তার নাম গুণ সংকীর্তন। (তত্রাভিজনশরীরকর্মপ্রকৃতিশ্রুত দ্রব্যাদীনাং গুণাগুণগ্রহণং প্রশংসা স্তুতির্গুণসংকীর্তনম্)। যে সামপ্রয়োগে পত্রপ্রেরক ও পত্রপ্রাপকের মধ্যে জ্ঞাতিসম্বন্ধ (অর্থাৎ সমান কুলে জাত হওয়ার জন্য যে সম্বন্ধ), যৌনসম্বন্ধে (অর্থাৎ বিবাহের দ্বারা কৃতসম্বন্ধ), মৌখ সম্বন্ধ, (অর্থাৎ আচার্য ও শিষ্যের মধ্যে অধ্যাপনা অধ্যয়ন ক্রিয়ার দ্বারা সম্পাদিত সম্বন্ধ), স্রৌবসম্বন্ধ (অর্থাৎ যাজ্যযাজকরূপ সম্বন্ধ, যেহেতু যজ্ঞের এক পাত্র বিশেষের নাম "স্রুব"), কুলসম্বন্ধ (অর্থাৎ কুলপরম্পরাগত সম্বন্ধ), হৃদয় সম্বন্ধ (অর্থাৎ পত্রপ্রেরকের হৃদয়ের সঙ্গে পত্র পত্র প্রাপকের হৃদয়ের সংযোগ), এবং মিত্রসম্বন্ধ (অর্থাৎ উপকার সম্ভূত সম্বন্ধ)-এর উল্লেখ করা হয়, তার নাম সম্বন্ধোপাখ্যান। (জ্ঞাতি যৌন মৌখ স্রৌব কুল হৃদয়মিত্র সংকীর্তনং সম্বন্ধোপাখ্যানম্)।

আবার যে সামপ্রয়োগে স্বপক্ষ ও পরপক্ষের দ্বারা কৃত উপকারের সংকীর্তন থাকে তাকে পরস্পরোপকার সন্দর্শন বলা হয়। (স্বপক্ষ পরপক্ষয়োরান্যোন্যোপকার সংকীর্তনং পরস্পরোপকারসন্দর্শনম্)। যে কার্য এভাবে করা হলে আমাদের উভয়ের এরূপ শুভফল হবে, এরূপ আশার সৃষ্টি করে যে সামপ্রয়োগ বিহিত হয়, তাকে বলে আয়তি প্রদর্শন (অস্মিন্নেবং কৃত ইদমাবয়োর্ভবতীত্যাশাজনন মায়তি প্রদর্শনম্)। "আমিও যা আপনিও তা অর্থাৎ আমরা উভয়ে অভিন্ন, যা' আমার দ্রব্য তা' আপনি নিজের কার্যে যছেচ্ছভাবে প্রয়োগ করতে পারেন"— এরূপ আত্মসমর্পণমূলক উক্তির দ্বারা যে সামপ্রয়োগ বিহিত হয় তাকে আত্মোপনিধান বলে। ("যোঽহং স ভবান্, যন্মম দ্রব্যং তদ্ভবতা স্বকৃত্যেষু প্রযোজ্যতাম্"— ইত্যাত্মোপনিধিানমিতি)।

বিপক্ষীয় বা কোন বলশালী রাজার ভূমিহিরণ্যাদিরূপ অর্থপ্রদানের দ্বারা উপকার সাধনের নাম উপপ্রদান। (উপপ্রদানমর্থোপকারঃ)। ভেদ দ্বিবিধ, যথা—

Scanned with CamScanner

(১) মিত্রভাবাপন্ন বিপক্ষীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কোন একজনের অপকার সাধনের দ্বারা অন্যদের হৃদয়ে শঙ্কার উৎপাদন এবং (২) শত্রুপক্ষের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে 'হত্যা করব' ইত্যাদি বলে নির্ভৎসনা বা শাসানো (শংকাজননং) নির্ভর্ৎসনং চ ভেদঃ)। আবার, দণ্ড নামক উপায়ও তিনপ্রকার হতে পারে, যেমন (১) বধ বা হত্যা, (২) বন্ধন, তাড়ন ইত্যাদির দ্বারা ক্লেশদান, এবং (৩) অর্থের অপহরণ, (বধঃ পরিক্লেশোঽর্থহরণং দণ্ড ইতি)। এখানেই উপায়চতুষ্টয় প্রয়োগের আলোচনার পরিসমাপ্তি।

Scanned with CamScanner